জয়দেব চক্রবর্তী

সীমান্তপথ

যে পথে সীমান্তচৌকি
তার কাছে এসে দাঁড়াতেই
কে যেন ওদিক থেকে ডাকছে আয়,আয়
আমি শুধু ওই ধ্বনিযুগলের কথা ভাবি, স্থির
ওরা যে আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়!

যে পথে সীমান্তচৌকি সেখানেই বুঝি
পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মানুষের সম্পর্ক বাতিল হয়!
রক্ষ পাহারাদারের বুটের তলায়
নষ্ট হয়ে থাকে সকল সময়!

আমি ভাবি এই সীমান্তবাধা লুপ্ত না করে
কখনো কোনো ডাকে সাড়া দেবনা। কিন্ত তাও কি সম্ভব?
তোমরা হে ধ্বনিযুগল, তোমাদেরও বলি
একটু একটু করে খুঁড়তে থাকো প্ররোচনাময় সুড়ঙ্গ

তারপর কালে কালে
যা হবার তা হবে।

মেঘের ভূমিকা

মণীশ মৌলিক

দিনের ভাগ্যলিপি লিখে কিছুকিছু মেঘ।

অচেনা উৎস থেকে উড়ে এসে অকস্মাৎ
কিছু মেঘ ঢেকে দেয় বিদিত আকাশ।
সপ্তমীর আধভাঙা চাঁদ ঢেকে যায়,
রোমে রোমে বীজ বোনে গাঢ় অন্ধকার।

তরল বেদনা নিয়ে কিছু মেঘ মৌনব্রতে
উড়ে যায় পশ্চিমের দিকে। কিছু মেঘ নিরালম্ব,
ভেসে যায় উদ্দেশ্যবিহীন। আলোপথে হেটে চলা
একাকী পথিক সব জানে। ভুলেও সে দেখে না ফিরে
সবুজ মাঠের ওপর লজ্জানত কনে-দেখে-আলো।

তালশাঁসরঙা কিছু মেঘ
শরীরী বিভঙ্গো যে শূন্যতার
ব্যাপ্ত এক ছায়াছবি আঁকা.

বিপুল, বিস্তৃত শিল্প কিভাবে যে পড়ে নেয় মানুষের মন।

অতৃপ্ত আঁধার যত, জড়ো করে সারারাত,
নর্ঘুম জীবন শেখায় পরিযায়ী জলকণাগুলো।
অন্দরমহল থেকে কেউ তো বলেনি ডেকে- শুনছো?

গাঢ় লোভ জেগে আছে মায়ামুকুরে। তাই হীরের
বিষাক্ত গুড়ো আংটিতে হাতে রয়ে গেল।
ভাঙা ভাঙা অন্ধকারে চেনা এক নাকছাবি হয়ে
অকারণে ভেসে থাকে পূর্ণিমার অংশুবতী চাঁদ।

কাল
নাসের হোসেন

তুমি যেটাকে সরলরেখা বললে তা অন্য সবকিছুর
সাপেক্ষে একটি ভুল্যমূল্য সরলরেখা, তা যদি জীবন্ত
বলে ধরা যায় দেখা যাবে তার ভেতরে কোথাও
একটা বক্র ব্যাপার আছে, যেটা ঠিক সবসময়
আমাদের নজরে আসার কথা নয়, তবুও সরলরেখা
তো সরলরেখাই, তার একক অস্তিত্বে নিরন্তর শিহরন
বিদ্যমান, নিরন্তর জায়মানতা, নিরন্তর অভিজ্ঞতাপ্রবণ
সবসময় সে আগামীকালের কথা ভাবছে- আগামীকাল
মানে আরো একটা দিন বেঁচে থাকা, আরো একটা দিন
আয়ুবৃদ্ধি, প্রকৃত আয়ুকত হল সবসময় উত্তর মেলে না

এক দ্বন্দ্ব আছে
বিজতা ঘোষ

কুয়াশাই মেঘের শরীর, আকাশে পাহাড়ে
যেমন অরণ্য ব্যাপ্ত সবুজের রক্তে সূর্যে
মাটির গহ্বরে। দুটি দেহে তরঙ্গ উচ্ছ্বাস
সমীচীন প্রেমে । এছাড়া কী আছে, কে খবর রাখে?
কেন যে হাওয়ার রাতে অন্ধকার সমুদ্র উদ্বেল,
তীরের বালিতে বিস্তারিত, বিতাড়িত হয়?

বোঝা যায়, কেন কেউ কিছুপায় কেউ শুন্য-হাত?
যদিও পৃথিবী ঘোরে নিয়মে নিপুণ, তবু চিরদিন,
অস্ফুট রোদন কেন শকুনের মতো আকাশে, বাতাসে?
কোনো কিছু পূর্ণ নয়, তবু দেখি, প্রকৃতি আপ্লুত।

কী এক দ্বন্দ্ব আছে, বিরোধ সমস্ত কিছুঘিরে
কিছু অবসর চই বিপন্নতা বিভ্রান্তির পর,
এনে দিতে বাঁচার বিশ্বাস। তবু প্রহেলিকা বয়।
বোঝা যায়, কেন কেউ কিছু পায়, কেউ শুন্য-হাত?